CHANNEL i ১৫ বছরে

লাল সবুজ আমাদের শক্তি

১৫ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে

বিশেষ

ক্রোড়পত্র

১ অক্টোবর, ২০১৩

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

বাণী

বেসরকারি টেলিভিশন 'চ্যানেল আই' পনের বছরে পদার্পণ করছে জেনে আমি খুশি হয়েছি। এ উপলক্ষে আমি প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

বাক্ ও চিন্তার স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বিকাশে গণমাধ্যমসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশ গণমাধ্যমসমূহ পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করছে। তারা সংবাদ পরিবেশনের পাশাপাশি দেশীয় শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশেও তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে। আমি জেনে খুশি হয়েছি যে, চ্যানেল আই মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রেখে বিভিন্ন অনুষ্ঠান তৈরি ও প্রচার করছে। বিশেষ করে কৃষি উন্নয়ন তথা গ্রামনির্ভর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অগ্রযাত্রায় চ্যানেল আই-এর প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। দায়িত্বশীলতা, পেশাদারিত্ব এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশে তাদের নৈতিক দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের পাশাপাশি বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করতে চ্যানেল আই সর্বদা অগ্রণী ভূমিকা রাখবে এই প্রত্যাশা করি।

আমি 'চ্যানেল আই' এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল আই-এর পনের বছরে পদার্পণ উপলক্ষে আমি এর উদ্যোক্তা, সাংবাদিক, কলাকুশলীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাই।

গণতন্ত্রের বিকাশ ও অগ্রযাত্রায় গণমাধ্যমের ভূমিকা অনস্বীকার্য। গত আওয়ামী লীগ সরকারের মেয়াদে আমরাই দেশে প্রথম বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশনের অনুমোদন দেই। এবার দায়িত্ব গ্রহণের পর আমরা তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন, তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা, নতুন ১৬টি টেলিভিশন ও ৭টি রেডিও চ্যানেলের অনুমোদন, সাংবাদিকদের বেতন বোর্ড গঠন, সাংবাদিক এবং গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য বিভিন্ন আর্থিক সহায়তা কার্যক্রমবৃদ্ধিসহ নানাবিধ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছি। দেশের গণমাধ্যম এখন পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করছে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা হয়েছে।

আমি আশা করি, চ্যানেল আই সংবাদ পরিবেশনের বস্তুনিষ্ঠতা, নিরপেক্ষতা বজায় রাখবে এবং রুচিশীল অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে বাঙালি সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখবে।

আমি চ্যানেল আই-এর পনের বছরে পদার্পণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা
এবং
চেয়ারপার্সন
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি

বাণী

বাংলাদেশ ভাষার প্রথম ডিজিটাল স্যাটেলাইট চ্যানেল 'চ্যানেল আই'-এর ১৫ বৎসরে পদার্পণের শুভলগ্নে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

গণমুখি তৎপরতার ভেতর দিয়ে চ্যানেল আই একে একে তার পথচলার ১৪টি বছর পেরিয়ে এসেছে। এই সময়ের মধ্যে তারা বাংলাদেশের কৃষ্টি-সংস্কৃতির বিকাশ, কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন, জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও গণতন্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছে। তবে বর্তমান সময়ে সরকার গণমাধ্যমের উপর নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে সাংবাদিকদের নির্যাতন, নিপীড়ন চালাচ্ছে। যা দেশের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ও মানুষের মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে চরমভাবে বিপন্ন করছে। বর্তমান ও আগামীর কথা মাথায় রেখে গণমাধ্যমকে আরো বেশ গণমুখী ভূমিকা রাখতে হবে, কারণ দেশের প্রকৃত চিত্র জানতে মানুষ এখন অনেক বেশি নির্ভরশীল গণমাধ্যম বিশেষ করে টেলিভিশন মিডিয়ার ওপর। আমরা সরকারে থাকার সময় গণমাধ্যমের অবাধ স্বাধীনতা ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার সুযোগ নিশ্চিত করেছি, যার সুফল এখনও সংশ্লিষ্টরা পাচ্ছেন বলে বিশ্বাস করি।

চ্যানেল আই তার সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখুক, এই কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

বেগম খালেদা জিয়া

মন্ত্রী
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাভাষার প্রথম ডিজিটাল স্যাটেলাইট চ্যানেল চ্যানেল আই তার পথচলার ১৪ বছর পূর্ণ করছে জেনে আমি আনন্দিত। ১৫ বছরে পদার্পণের আনন্দঘন মুহূর্তে চ্যানেল আই পরিবারের সবাইকে আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আজকের দিনে গণমাধ্যমের ভূমিকা যেমন প্রতিযোগিতাপূর্ণ তেমনি তাৎপর্যবহ। এই প্রতিযোগিতা জনগণের কাছে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে পৌছে দেয়ার, সুস্থ বিনোদনের চাহিদা পূরণের। একইসাথে রয়েছে জনগণকে কল্যাণের পথে উদ্বুদ্ধ করা এবং সচেতন করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের সুমহান দায়িত্ব। এই দায়বদ্ধতার ভেতরে থেকে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে সংবাদ ও অনুষ্ঠান প্রচারে চ্যানেল আই-এর উৎকর্ষের সাক্ষর অক্ষুণ্ন থাকুক।

কল্যাণ আর আনন্দের বার্তা নিয়ে চ্যানেল আই পৌছে যাক দেশের সর্বত্র এবং বিশ্বময়।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

হাসানুল হক ইনু, এমপি

পরিচালক ও বার্তা প্রধানের
শুভেচ্ছা

বড় আনন্দের একটি দিন। আজ চ্যানেল আই এর জন্মদিন। চৌদ্দ পেরিয়ে এবার পনেরতে পড়লো। বলাই যায় বাংলা গণমাধ্যম নতুন এক ইতিহাসের দেড় দশকে পদার্পন করছে। এমন আনন্দঘন সময়ে বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকা চ্যানেল আইয়ের সকল দর্শককে অভিনন্দন জানাই।

১৯৯৯ সালে যখন বাংলা ভাষার প্রথম ডিজিটাল স্যাটেলাইট টেলিভিশন হিসেবে চ্যানেল আই-এর যাত্রা শুরু হয় ঠিক সেসময় বিশ্বব্যাপী আকাশ সংস্কৃতি কেবল একটু একটু করে জায়গা করে নিচ্ছে। বাংলাদেশে স্যাটেলাইট টেলিভিশনের স্বাদ তখনও সেভাবে পৌছেনি মানুষের কাছে। তখনও সংবাদের জন্য আন্তর্জাতিক বেতারের ওপর ছিল মানুষের অনেকটা নির্ভরতা। টেলিভিশনের বিনোদন বলতে ছিল নাটক আর সিনেমার গান। ঠিক সেই জায়গা থেকে মানুষের তথ্য ও বিনোদন তৃষ্ণা পুরণ করতে একের পর এক নতুনত্বের স্বাদ পৌছে দিয়েছে চ্যানেল আই। আজ মানুষ তাদের জীবন ও চিন্তাকে মিশিয়েছে গণমাধ্যমের সঙ্গে। দ্রুততম সংবাদ প্রাপ্তির বাইরেও রাজনৈতিক টক শো, একের পর এক ইভেন্ট, রিয়েলিটি শো, নতুন ধারার নাটক, চলচ্চিত্রের ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার এসব বিষয়ের সঙ্গে মানুষ সম্পৃক্ত হয়েছে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষি, পরিবেশ-প্রকৃতি, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়াবিষয়ে জনসেচতনতা তৈরি এমনকি দেশের অর্থনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রেও টেলিভিশন যে সমাজের এক অনুঘটক হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে তার প্রমাণ পেয়েছে মানুষ। নতুন প্রজন্ম পেয়েছে তাদের স্বপ্নকে উচ্চকিত করার সুযোগ। উন্নয়ন পরিকল্পনা থেকে শুরু করে সবক্ষেত্রেই মানুষ তথ্য ও বিনোদনের প্রশ্নে অনেকটাই দেশনির্ভর হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। দেশের শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের কৃতি ব্যক্তিত্বরা গণমানুষের সঙ্গে সহজে সেতুবন্ধন রচনা করতে পেরেছেন। চ্যানেল আই শুধু দেশ নয়, ছয়টি মহাদেশের কোটি বাঙালিকে একত্র করেছে তার নিজস্বতায়, আপন আঙিনায়। আজ একথা না বললেই নয় যে, আকাশ সংস্কৃতির বিকশিত ও উদার সময়ে চ্যানেল আই শুধু নয়, আমাদের দেশের সব টেলিভিশনকেই অসম প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হচ্ছে। এ প্রতিযোগিতা বিভিন্ন সংস্কৃতি, ভাষা ও চিন্তাধারার সঙ্গে। তারপরও আমরা দর্শকের চাহিদা পুরণ করতে পারছি, তাদের চিন্তা ও ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দুতে পৌছতে পারছি এটি অনেক বড় অর্জন। অনেক বড় পাওয়া। চ্যানেল আই-এর বিগত চৌদ্দ বছরের পথ পরিক্রমারসঙ্গে সক্রিয়ভাবেযুক্ত এদেশের বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ। সেসঙ্গে এখান থেকে তৈরি হয়েছে অসংখ্য টেলিভিশন পেশাজীবী। যারা আজ চ্যানেল আইকে আলোকিত করার পাশাপাশি ছড়িয়ে পড়ছে দিকে দিকে। দেশের গণমাধ্যম শিল্প বিকাশে যা রাখছে অনন্য অবদান।

চ্যানেল আই আজ পনের বছরে পদার্পণ করল– একইসাথে চ্যানেল আই সংবাদের আজ এক যুগপূর্তি– শুভ এই ক্ষণে– চ্যানেল আইয়ের সকল সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতা, ক্যাবল অপারেটর বন্ধুরা, কলাকুশলীসহ অগণন শুভার্থীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। সে সঙ্গে আমন্ত্রণ চ্যানেল আই প্রাঙ্গণে।

(শাইখ সিরাজ)

লাল সবুজ আমাদের শক্তি
ফরিদুর রেজা সাগর

কাঠমান্ডুতে নিজাম উদ্দিন নামে একজনকে চিনি। তিনি বাংলাদেশের মানুষ। ত্রিশ বছর আগে জমাজমি বিক্রিকরে তিনি ঐ যে কাঠমুন্ডু এসেছেন আর ফেরেননি দেশে। জরুরি কাজে কাঠমুন্ডুতে গিয়েছিলাম। তখনই তার সাথে দেখা। পাহাড়ি রাস্তার ঢাল বেয়ে নিচে নামেন তিনি পিঠে ভারি ফ্রিজ! ত্রিশ বছর আগে নেপাল এখনকার মতো আধুনিক ছিল না। তখন বড় বড় শপিংমল হয়নি। হয়নি বড় বড় দালানকোঠা। সেই সময়ে উঁচু পাহাড়ি এলাকায় একটা ফ্রিজের দোকান থেকে কাস্টমার ফ্রিজের দাম মিটিয়ে চলে যেতো যার-যার বাড়িতে। ফ্রিজগুলো ছিল অনেক ভারী। হিটাচি কোম্পানির ফ্রিজগুলো আকারেও ছিল ঢাউস।

সেই ধরণের ফ্রিজ বিক্রিহলে, নিজামউদ্দিন ফ্রিজটি দড়ি দিয়ে শরীরের সঙ্গে বেঁধে নিতেন। তারপর শরীর বাঁকা করে কুঁজো হয়ে নেমে যেতেন দীর্ঘ পাহাড়ি রাস্তায়।

রাস্তায় এক জায়গায় দাঁড়ানো থাকতো তার একটা ভ্যান গাড়ি। তিন চাকার ভ্যান। ফ্রিজটা ভ্যানে চাপিয়ে শরীর থেকে দড়ি খুলে কিছুক্ষণের বিশ্রাম। তারপর যে ঠিকানায় ফ্রিজ পৌছে দিতে হবে সে ঠিকানায় রওনা হওয়া।

ত্রিশ বছর ধরে আমাদের নিজামউদ্দিন এ কাজটি করে যাচ্ছে। তাঁর দেখাদেখি অনেকেই এ কাজটা ধরেছে। তারা বলল নিজামউদ্দিনের কাজ দেখেই শেখা, কষ্টকে কষ্ট না ভেবে কীভাবে পরিশ্রম করতে হয়।

দেশের এই মানুষটিকে নিয়ে আমি কাউকে বলিনি, একটা প্রামাণ্য চিত্র তৈরি করুন।

২

আমি মালয়েশিয়ায় এরকম আরেকজনকে চিনি। মালয়েশিয়ায় অপরূপ একটা পার্ক আছে। ওরা বলে এশিয়ার সবচেয়ে বড় পার্ক। এখানে আইস স্কেটিং করার জন্য একটা আলাদা জায়গা আছে। ওখানে বাচ্চারা স্কেটিং করে দিনভর। চারপাশে বড় বড় সাত/আট তলা মার্কেট বিল্ডিং থেকে লোকজন হুল্লোড় তুলে সেই স্কেটিং করা দেখে।

যখন ভিড় থাকে না, তখন কালো, ছিপছিপে শরীরের একটা লোককে দেখা যায় একা বিরামহীন স্কেটিং করে যাচ্ছে। কে এই লোক?

পনের বছর আগে মালয়েশিয়ায় এসেছিল। মানব পাচারের দুর্নীতির খপ্পরে পড়ে বৈধভাবে দেশে আসা-যাওয়ার পথ রুদ্ধ হয়ে যায় তার। তারপর থেকে মানুষটি এখানে একটা কাজ শুরু করলো। পনের বছর ধরে টানা কাজটি করে যাচ্ছে। কাজটি কী?

যারা এখানে স্কেটিং করতে আসে, তাদেরকে পায়ের জুতা খুলে স্কেট করার জুতা পরায়। জ্যাকেট পরায়। হেলম্যাট পরিয়ে দেয়। এটাই তার চাকরি। এ কাজে যত্নের ত্রুটি পায়নি কেউ আজ পর্যন্ত।

কাউকে কাউকে নিজ দায়িত্বে স্কেটিং করানোর কাজটিও শেখায়।

বাংলাদেশের যে মানুষটি জীবনে কোনোদিন ফ্রিজের বরফও দেখেনি, বরফে হাঁটাচলা দূরে থাক, সেই লোক এখন ভিনদেশে স্কেটিং এক্সপার্ট। তার অসাধারণ স্কেটিং দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে সবাই।

তার কাছ থেকে স্কেটিং শেখার লোকজন দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে দেখে কর্তৃপক্ষ খুশি। তার অবস্থান সুদৃঢ় হয়েছে। বেতন বেড়েছে। বাড়ছে কদর। থিম পার্কের সবচে বেশি ভিড় জমে যাচ্ছে এখানেই! আমি এই বাংলাদেশের বাঙালিকে নিয়ে কাউকে বলিনি, একটা প্রামাণ্যচিত্র তৈরি করুন।

৩

এবার মদিনায় দেখা একজন বাঙালির কথা বলি। মক্কা-মদিনা যারা যায় তারা অনেকেই দেখতে পান, পবিত্র মদিনার নানা জায়গা ঝকঝকে-তকতকে। পরিচ্ছন্নতায় বিশেষ মনোযোগ দেয়া হয় বলেই তা সম্ভব হয়েছে। এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় সবচেয়ে বেশি যিনি তৎপর তিনি পরিষ্কারকর্মী আমাদেরই হাসেম মিয়া।

তিনি একজন বাংলাদেশী। হাসেম মিয়া ২০ বছর আগে আরব-দেশে এসেছিলেন ভিন্ন কাজের উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু আরব দেশে দেখলেন, অনেক বাঙালিই আসে। কিন্তু মনোযোগ দিয়ে কাজ করে না। তিনি তাঁর কাজের ফাঁকে-ফাঁকে ওদের অনেককেই বুঝিয়েছেন, তোমরা যে কাজই করো না কেন, সেটা যদি ভালবেসে করো, লাভ হবে একসময় তোমারই। যদি পরিচ্ছন্নতার কাজ করো সেটা ভেবো না খারাপ কাজ। কাজটা সুন্দর হবে না। সুন্দর না হলে তোমার নিজের উন্নতিও হবে না।

হাসেম মিয়া বোঝাতেন, এটা ছোট কাজ মনে করছো তোমরা। ছোট কাজ করে দেশে টাকা পাঠাচ্ছো। সেই টাকায় দেশে অনেক বড় বড় কাজ হচ্ছে।

এই কর্মনিষ্ঠ, সৎ হাসেম মিয়াকে সবাই একনামে চেনে। শুধু বাংলাদেশিরা নয়, পাকিস্তান, ভারত, শ্রীলংকা এইসব দেশের মানুষ তাকে চেনে।

কোম্পানিতে নতুন-নতুন পরিচ্ছন্নকর্মী যখন যোগ দেয়, হাসেম মিয়ার দায়িত্ব তাদের গাইড করার জন্য। এতো বছর ধরে একই কাজ করে যেতে তাঁর এতোটুকু শ্রান্তি নেই দেখে নতুন কর্মীরা মুগ্ধ হয়। উৎসাহ পায়। তাতে তাদের বেতনও বাড়ে দ্রুত।

আমি এই বাংলাদেশের বাঙালি হাসেম মিয়াকে নিয়ে কাউকে বলিনি, একটা প্রামাণ্যচিত্র তৈরি করুন।

৪

বাহরাইনে একজনকে চিনি। তার নাম মনসুরা বেগম। বাহরাইনে বিশাল একটা হাসপাতাল আছে। এ হাসপাতালের নাম ডাক অনেক। সেই হাসপাতালের একজন নার্স মনসুরা। তিনি একজন বাংলাদেশী। মনসুরার এ চাকরিতে যোগ দেয়া খুব সহজ ছিল না। কারণ, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিদেশী মেয়েরা এ কাজটি সাফল্যের সঙ্গে করে। তাদের সুনাম ছিলো ভালো কাজের। সেখানে বাংলাদেশের নার্সরা কতোটা পেশাদারিত্ব দেখাবে এ নিয়ে কর্তৃপক্ষের সংশয় ছিল। কয়েকদিনের মধ্যে সবার ধারণা পাল্টে দিলেন মনসুরা বেগম। শুধু কর্তব্যনিষ্ঠায় নয়, তিনি অসম্ভব স্নেহশীলা। শুধু রোগীকে যত্ন করেন তা না হাসপাতালের অন্য কর্মীদের দিকেও তার ভীষণ নজর। অসুস্থ রোগীকে নিজের ডিউটির বাইরে দেখাশোনা করাটাও তার স্বাভাবিক বিষয়। একসময় বাহরাইনের এক অসুস্থ বিত্তবান ব্যক্তির সেবা সুশ্রূষার দায়িত্ব পড়লো মনসুরার ওপর। মনসুরার মাতৃসম যত্নে শেখ সুস্থ হয়ে উঠলেন। এত দ্রুত এই সুস্থতায় সবাই খুশি। যেদিন তিনি হাসপাতাল ছাড়বেন, সেদিন তাকে নিতে এলেন তার বড় ছেলে। সৌজন্যমূলক কথাবার্তার মাঝে মনসুরাকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কোন্ দেশের?' মনসুরা হেসে বললেন, 'বাংলাদেশ'।

'সে তো গরীব একটা দেশ! যতো দূর জানি!' মনসুরা কিছু উত্তর দিলেন না। 'তুমি আমার বাবার অনেক সেবা সুশ্রূষা করেছ। সেজন্যে আমি তোমাকে সামান্য সম্মান করতে চাই।'

মনসুরা অবাক হয়ে গেলেন, 'কী দিতে চান? আমি তো এ হাসপাতালে সম্মানের সাথেই আছি!'

'তা নিশ্চয়ই আছেন। কিন্তু আমার ইচ্ছে আপনাকে কিঞ্চিৎ সম্মান করি। 'কী সম্মান করতে চান বলুন। সেটা সম্মানিত হওয়ার জন্য না। কীভাবে সম্মান করতে চান, সেটা জানবার জন্য।'

শেখের ছেলেটি তখন মনসুরার হাতে একটা সাদা রঙের খাম ধরিয়ে দিতে চাইলেন। খামের মধ্যে কয়েক হাজার দিরহাম। একজন সামান্য মানুষের রাতারাতি বড়লোক হয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। মনসুরা খামের দিকে তাকিয়ে খুবই বিস্মিত, 'কেন এটা দিতে চাচ্ছেন? আপনার বাবার সেবা-যত্ন করেছি। সে জন্যে? এটা তো আমার চাকরির অংশ। এ কাজটির জন্য হাসপাতাল তো আমাকে বেতন দেয়। তাহলে?'

শেখের ছেলে বললেন, দিতে চাইছি খুশি হয়ে। তুমি খামটা তোমার কাছে রাখলে আমি খুশি হবো। তোমার বাড়িতে পাঠিয়ো।' সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়লেন মনসুরা। বললেন, 'আমি এইভাবে টাকা নিতে পারি না। বাড়িতে আমার বাবা-মা-ভাইবোন বড়লোক নয়। কিন্তু আমি যা বেতন পাই, তাতে সবমিলিয়ে ভালভাবেই চলে যায় আমাদের। এ কারণে বাড়তি কোনো টাকা আমার কাছে বোঝা'র মতোই লাগবে। সরি স্যার।' এই যে নির্লোভ অভিব্যক্তি মনসুরা দেখালেন, শেখ পরিবার আরও মুগ্ধ হয়ে গেলেন। ওই ধনাঢ্য শেখ পরিবারের অনুরোধে মনসুরার সেই মাসেই আরেকটু ওপরের দিকে প্রমোশন দিলো হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। একটি পত্রিকায় ছোট করে খবরও বেরিয়ে গেলো। বাহরাইনে বাঙালি নার্স হিসাবে মনসুরাকে একনামে চিনতে শুরু করলো সবাই। আমি এই বাংলাদেশের বাঙালিকে নিয়ে কাউকে বলিনি, একটা প্রামাণ্যচিত্র তৈরি করুন।

৫

এবার যার কথা বলছি তিনি, দুবাইয়ের একজন ট্যাক্সিচালক। নাম আব্দুল হালিম। দুবাইয়ে রোড অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট অথরিটির অধীনে চাকরি করেন। হঠাৎ একদিন তার চলমান ট্যাক্সি ভেতর খুঁজে পেলেন একটা চামড়ার ব্যাগ। সদা হাসিখুশি এই তরুণের মুখটা হঠাৎ করে যেন কালো হয়ে গেলো। দিনটা ছিলো ২৫ মে ২০১৩।

সেদিন সকাল ১১টার সময় জেএলটি এলাকার আলমাস টাওয়ারের সামনে থেকে হালিমের ট্যাক্সিতে উঠেছিলেন দুজন মিশরীয় ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে থাকা কয়েকটা বক্সাখা হলো গাড়ির পেছনের ডালার মধ্যে।

যাচ্ছিলেন ওরা গোল্ড সুকে। আধঘন্টার রাস্তা। ধনকুবের ব্যবসায়ীরা যথারীতি নেমে গেলেন। বিকাল চারটায় গাড়ি জমা দিতে গিয়ে বনেট খুলে হালিম দেখলেন, বাদামি রংয়ের একটা ছোট চামড়ার ব্যাগ।

এগারোটা থেকে চারটার মধ্যে কতই না যাত্রী উঠেছে-নেমেছে। ব্যাগ খুলে না দেখলে বুঝবেন কী করে কার ব্যাগ! ঠিকানা থাকলে ভাল হয়। ব্যাগ খুলতেই হালিম চমকে উঠলেন। এত দিরহাম। কাল বিলম্ব না করে বিষয়টি আর টি এ কর্তৃপক্ষকে জানালেন। ব্যাগভর্তি চকচকে দিরহামের তোড়। সঙ্গে বহু মূল্যবান হীরার অলংকার। আরটিএ কর্তৃপক্ষ ফোন করে জানালেন। আরটিএ কর্তৃপক্ষ বললেন, কাছাকাছি যে থানা আছে সেখানে জমা দিয়ে দাও। আবদুল হালিম সেটা করেই রাতারাতি হয়ে গেলেন হিরো। সততার নায়ক! আমি এই বাঙালী নায়ককে নিয়ে কাউকে বলিনি, একটা প্রামাণ্যচিত্র তৈরি করুন।

দেশের এইসব সৎ মানুষকে নিয়ে একটি করে প্রামাণ্যচিত্র তৈরির সাফল্যের চেয়েও যেটা আমার কাছে বেশী মনে হয়, পৃথিবীময় এরা বাঙালি পরিচয়ের এক একজন গর্বিত জীবন্ত প্রামাণ্য দলিল। আমি চাই নিয়ে পৃথিবীময় বাঙালিরা আলাদা পৃথিবী তৈরি করুক। আর সেইসব বাঙালিদের সবার গায়ে একটি করে লাল-সবুজের পোশাক পরিয়ে দিতে চাই। সেই পোশাক দেখলেই বিশ্ববাসী অনুভব করবে- লাল সবুজ আমার শক্তি। আমাদের গর্ব।

ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লিমিটেড, চ্যানেল আই পরিচালনা পর্ষদ

আবদুর রশিদ মজুমদার

এনায়েত হোসেন সিরাজ

জহির উদ্দিন মাহমুদ মামুন

ফরিদুর রেজা সাগর

মুকিত মজুমদার বাবু

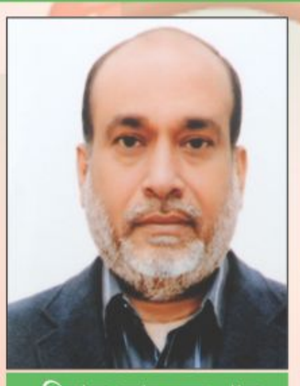

রিয়াজ আহমেদ খান

রবিউল ইসলাম

শাইখ সিরাজ